পাঠক ফোরাম

চেতনা!

জাপানে চেতনা বলতে কাজকে বোঝায়। যে কাজ বেশি করে সেই দেশকে বেশি ভালোবাসে। চেতনা বা স্বাধীনতা নিয়ে দুঃখ প্রকাশ, নাচ-গান মিডিয়া প্রচারে বছরে একটি দিনই যথেষ্ট। যে দিন দেশ স্বাধীন হয়েছে, বছরের বাকি দিনগুলো যারা স্বাধীনতা চেতনা আর মুক্তির জল্পনা-কল্পনা করে সময় নষ্ট করে, তারা হয় কর্মহীন নইলে অন্যের কাজে বাধাদানকারী। পিঁয়াজ-মরিচের দোকান থেকে শুরু করে সংসদ পর্যন্ত শুধুই মিথ্যা আর অনিয়ম, অযথা অর্থহীন, কাণ্ডজ্ঞানহীন দিকটাই সার্বিক নিয়ম হিসেবে নিয়েছে আমাদের দেশ। অর্থনীতি একেবারেই গোল্লায় গেছে। লজ্জা পেতে হয়, যখন একজন বিদেশী বাংলাদেশকে ভিক্ষুকের দেশ হিসেবে চিহ্নিত করে।

T.A. Don
Tokyo-Japan

আত্মসম্মানবোধ

কিছুদিন আগে পেনশন সংক্রান্ত একটি কাজে আম্মাকে নিয়ে পেনশন অফিসে যাই। যথারীতি পেনশনের কাজ সম্পন্ন করে আম্মাকে কক্ষের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বসিয়ে আমি একই বিল্ডিংয়ের পঞ্চম তলায় যাই। উদ্দেশ্য, সেখানে স্থাপিত মিনি চায়ের দোকান থেকে হাল্কা কিছু নাস্তা করা। চারজন বসতে পারে এমন একটি বেঞ্চে গিয়ে বসে দোকানের কর্মচারীকে কেকের অর্ডার দিয়ে বসে আছি। এমন সময় একই বেঞ্চে আমার পাশে একটি লোক এসে বসলো। যার শার্ট, প্যান্ট ছেঁড়া ও নোংরা, পায়ের সেন্ডেলেও ছেঁড়া। লোকটিকে অস্বাভাবিক মনে হলো। মনে হলো লোকটি সম্ভবত ক্ষুধার্ত। কর্মচারী কেক প্লেটে এনে আমাকে দেয়ার পর পাশে বসা ক্ষুধার্ত লোকটিকে কেক খাওয়ার জন্য যেই না সাধলাম অমনি লোকটি অগ্নিমূর্তি ধারণ করে আমার দিকে চেয়ে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় আমাকে গালাগাল দিতে লাগলো। মনে মনে ভাবতে থাকি বেঁচে যাওয়া জিনিস কুড়িয়ে খেলেও অন্যের দেয়া জিনিস খাওয়ার ব্যাপারে লোকটির আত্মসম্মানবোধ আছে।

মোঃ আনোয়ারুল আজিম, সোবহান হাজীর বিল্ডিং, চট্টগ্রাম- ৪১০০

হায়রে সমাজ

'আজো বাতাসে লাশের গন্ধ পাই, মাটিতে লেগে আছে রক্তের দাগ, ধর্ষিতা বোনের শাড়ির আঁচল আমার জাতির পতাকা'। সমাজে আজ ধর্ষণের প্রবণতা ভাইরাসের মতো ছড়িয়ে পড়ছে। প্রেম নিবেদনে প্রত্যাখ্যান হলে নতুবা স্কুল-কলেজের সুন্দরী মেয়েদের কিডন্যাপ করে কোনো অজানা নির্জনে নিয়ে সমাজে কীটপতঙ্গের মতো ছিটিয়ে থাকা কিছু নরপশু এসব কাজে লিপ্ত হয়। প্রায়ই দেখা যায় ধর্ষণের পর জবাই করে নতুবা এসিড মেরে শেষ করে দেয় চিরতরে, কারণ যদি এ খবর জানাজানি হয়ে যায়! হতভাগা মেয়েটি যদি ভাগ্যক্রমে বেঁচে যায় তখন তার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না, জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, পরিচয় হয় অজ্ঞাত নামে। প্রায়ই ধর্ষকের বিচার হয় না। কিন্তু ধর্ষণের পর এলাকায় মেয়েটির খবর ছড়িয়ে পড়ে, মনে হয় সবাই কান পেতে বসে থাকে এ সংবাদটি শোনার জন্য। লজ্জায়-অপমানে নিজের প্রতিশোধ নিজেই নেয়। সে ভালো করেই জানে, এ সমাজ তাকে মেনে নেবে না। এ ধুলো পড়া সমাজ তার ধর্ষণের বিচার করবে না।

এসআই জাহিদ, Angmokio Central Post Office, Post Box : 641, Singapore-915605, Singapore.

একজন রহস্য মানব...

বেশ কিছুদিন আগে হুমায়ূন আহমেদের 'দুই দুয়ারী' নামক একটি ছবি মুক্তি পেয়েছে। ছবির নায়ক একজন রহস্য মানব, যার নেই কোনো পরিচয়, নেই কোনো নাম। যার মতে গোটা পৃথিবীটাই হচ্ছে ম্যাজিক। এই রহস্য মানব দিতে পারেন সকল সমস্যার সমাধান, বদলাতে পারেন মানুষের জীবনের গতি। বর্তমানে আমাদের দেশের রাজনীতিতে প্রয়োজন এমন একজন রহস্য মানবের। যার থাকবে না কোনো নাম-ঠিকানা, থাকবে না কোনো দল। মুক্ত করবে আমাদের হরতাল, খুন, বোমাবাজির মতো জঘন্য রাজনীতি থেকে। আমরা চাই আমাদের জীবনের নিরাপত্তা।

ইমতিয়াজ, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর- ৫৪০০

অবশেষে

অবশেষে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা মত পরিবর্তন করেছেন। তিনি বেশ অনেকদিন কঠোর অবস্থানে দাঁড়িয়েছিলেন। একযোগে তিনি গণতন্ত্র পরিপন্থী তৎপরতা ও গণতন্ত্রের স্বাভাবিক রীতিনীতি এবং নিয়ম এড়ানোর পাশাপাশি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিও চরম উপেক্ষা দেখিয়ে চলেছিলেন। নির্বাচনে হেরে যাওয়ার বেদনায় তাকে বিপাকে ফেলেছিলো। আন্দোলনের নানামুখী প্রস্তুতিও নিয়েছিলেন। সর্বশেষ পর্যায়েও একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, জাতীয় সংসদের অধিবেশনে যোগ দেবার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার ইচ্ছাও পোষণ করেছেন এবং যোগ দিয়েছেন। এজন্য বিরোধীদলীয় নেত্রীকে সাধুবাদ জানাই।

ডাড়লী, করিম মিরপুর-১, ঢাকা-১২০৬

বন্দী মাটির ময়না

তারেক মাসুদ পরিচালিত 'মাটির ময়না' ছবিটি বাংলাদেশের সেন্সর বোর্ড মুক্তি দেয়নি। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, বাংলাদেশে তৈরি 'মাটির ময়না' ছবিটি এদেশের মানুষ না দেখলেও বিদেশে বা কান চলচ্চিত্র উৎসবে দেখছে হাজার হাজার মানুষ। যত সমস্যা হবে তা এদেশের মানুষ দেখলে। 'মাটির ময়না' ছবি মুক্তি না দেয়ার পেছনে সেন্সর বোর্ডের কতিপয় সদস্য বলেছেন যে, ছবিটি এদেশের ধার্মিক মানুষের ধর্মীয় চেতনায় আঘাত হানতে পারে। তাই কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ এভাবে পাগলের প্রলাপ না বকে খাঁচা থেকে 'মাটির ময়না' ছবিটিকে মুক্তি দিন এবং প্রমাণ করুন যে, আমাদের এই দেশে নেই কোনো মৌলবাদী, নেই কোনো তালেবান।

ইমতিয়াজ কাঞ্চন, বিরল, দিনাজপুর

চাই বিশ্বস্ততা

আমি একজন পুরুষ। নর্দমার কীটগুলোকে মানুষ যতোটা ঘৃণা করে, একজন নারীও আমাকে ততোটাই ঘৃণা করে। আজ তারা শিক্ষক, সহপাঠী, কলিগ, বস, পুলিশ, আর্মি পরিচিত-অপরিচিত কারও কাছেই নিরাপদ নয়। কুপ্রস্তাবে রাজি না হলে এসিডে ঝলসে যায় মুখ। অপহৃত হয়ে লাঞ্ছিত হতে হয়। স্বামী কিংবা কখনও প্রেমিক সেজে ভোগ করে এক সময় কেটে পড়ে ওরা। রাস্তাঘাটে উত্ত্যক্ত করে, ভিড়-ব্যস্ততার সুযোগে চরিতার্থ করে বিকৃত বাসনা। ধর্মরক্ষার নামে চলে অকথ্য নির্যাতন। এমন কেন হয়? এমনকি এসবের বিরুদ্ধে মুখ খুলতেও ভয় পায় একজন নারী, সমাজের ভয়ে। এসব যখন পত্রিকায় বের হয়, তখন মাথা নিচু হয়ে যায়। সত্যিই তো, এর দায় তো আমারও। ওদের মতো আমিও যে পুরুষ! এই 'আমি'র মতো হাজারটা 'আমি' আছে। আসুন না সবাই মিলে শুধরে দিই 'পুরুষ'দের, সেই অনুভূতিটাকে ফিরিয়ে আনি ইতিহাস থেকে, যার নাম বিশ্বস্ততা।

প্রিন্স, ব্যাংক কলোনি

দায়িত্ববোধ

রাজশাহী শহরের প্রাণকেন্দ্র সাহেব বাজারের পশ্চিম প্রান্ত মনিচত্বর নামে পরিচিত। নগরীর অন্যতম দু'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজশাহী কলেজ এবং রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের অবস্থান এখানে। রাস্তার এক পাশে রয়েছে সিটি কর্পোরেশনের পুরাতন কার্যালয়, অন্য পাশে আঞ্চলিক শিক্ষা ভবন। তাছাড়া আরো রয়েছে ব্যাংক-বীমাসহ বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসহ বেশ কিছু বিপণি বিতান। এতো ব্যস্ত এলাকায় রোজ সকাল ৯টায় দেখা যায় এক দৃষ্টিকটূ চিত্র। ব্যস্ততম এ মনিচত্বরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে সিটি কর্পোরেশনের ময়লা ফেলার গাড়ি খুব মন্থরগতিতে আগের দিনের জমানো ময়লা-আবর্জনাগুলো গাড়িতে তুলছে। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-কর্মচারীসহ অসংখ্য পথযাত্রী সুন্দর সুস্থ মন নিয়ে স্কুল-কলেজের প্রবেশ পথে এসেই মুখোমুখি হচ্ছে এক বিরক্তিকর পরিস্থিতির। বাস্তব অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, এটাই যেন স্বাভাবিক নগরীর চিত্র।

ডা. ম. মুনীর রাজশাহী মেডিকেল কলেজ

জাল সার্টিফিকেট

দীর্ঘদিন যাবৎ বিদেশে চাকরি এবং ইমিগ্রেশনের জন্য যেসব সার্টিফিকেট পাঠানো হচ্ছে

টোকাই

তার একটা বিরাট অংশ ভুয়া বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। একটি প্রতারক চক্র বিভিন্ন বোর্ডের এসএসসি, এইচএসসি থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট পর্যন্ত তৈরি করে দিচ্ছে এবং কম শিক্ষিত লোকেরা উচ্চ দরে এসব সার্টিফিকেট ক্রয় করে বিদেশের ইমিগ্রেশন প্রসেসিং কেন্দ্রসমূহে পাঠাচ্ছে। এই সার্টিফিকেটসমূহ এতোই যত্নসহকারে তৈরি করা হয় যে, আসল সার্টিফিকেট থেকে তা বাছাই করা প্রকৃতপক্ষে দুরূহ। অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কানাডা ও জাতিসংঘের বিভিন্ন কার্যালয়ে বিভিন্ন পেশায় দক্ষ লোকের বিপুল চাহিদা রয়েছে। এর জন্যে দরকার উচ্চতর শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট। ঢাকাস্থ আমেরিকান দূতাবাস ডিভি বিজয়ীদের সাক্ষাৎকারের পরে অনেকেরই এইচএসসি সার্টিফিকেট জব্দ করে এবং পরবর্তীতে তা যাচাইকালে অর্ধেকেরও বেশি ভুয়া বলে প্রমাণিত হয়। ইতিপূর্বে জাল সার্টিফিকেট তৈরি কারখানার সচিত্র প্রতিবেদন দেশের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এই চক্রটি এখনও সক্রিয় আছে। এই চক্রের ঘাঁটি উপড়ে ফেলার জন্য এখনই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

কাজী রকীবুল ইসলাম
সিদ্ধেশ্বরী সার্কুলার রোড, ঢাকা
raquibul@wisbd.com

তাহাদের কথা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী মুমুকে পদত্যাগ করতে হয়েছে পত্রিকা সম্পাদিকার পদ থেকে, কারণ স্বাধীনতা বিরোধীদের সেই নামে আখ্যায়িত করে সম্পাদকীয় লেখা, যে নামে তারা পরিচিত ছিলো এ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের রক্তঝরা নয়টি মাস। স্বাধীনতা বিরোধী ঐ রাজাকারদের সহায়তায় পাকিস্তানি বাহিনী মুক্তিকামী বাঙালিদের করেছিল হত্যা আর নির্যাতন। সময়ে তারা তাদের পরিচয় দিত 'রাজাকার' হিসেবেই। দেশ স্বাধীন হয়েছে ত্রিশ বছর। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দলের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে রাজাকারেরা আজ দেশে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে। স্বাধীনতা বিরোধীরা আজ সেই স্বাধীন দেশের শীর্ষ স্থানে অবস্থান করছে। কিন্তু তাই বলে কি ভুলে যেতে হবে ওরা ছিলো স্বাধীনতা বিরোধী 'রাজাকার'। স্বাধীন দেশের মানুষ কি রাজাকারকে রাজাকার বলে চিহ্নিত করতে পারবে না? মুক্তকণ্ঠে বলতে পারবে না তাদের পরিচয়ের কথা। আমাদের স্বাধীনতা পরবর্তী প্রজন্মের মুখ কি তারা বন্ধ করে রাখবে?

সাঈদ হাসান (বাবু)
ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

নগরজীবন

ক'দিন আগে দু'চার দিনের জন্য নানা বাড়ি গিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য ছিলো নগর জীবনের ক্লান্তিকর মুহূর্ত ছেড়ে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়ার। ক্রমবর্ধমান আগ্রাসনের ফলে বর্তমানে ৯৪০ বর্গমাইল আয়তনের এ নগর এক কোটি মানুষের ভারে ভারাক্রান্ত। কৃষি প্রধান এ দেশের শতকরা আশি ভাগ লোক কৃষির ওপর নির্ভরশীল আর ৯০ ভাগ লোক গ্রামে বাস করলেও, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষের মন শহরমুখো। কেননা যুগের আবর্তে, কালের প্রভাবে এ জাতি শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নতির শিখরে আরোহণের সংকল্পে ব্যস্ত। তাই মানুষ উন্নত জীবনের স্বপ্নে, উন্নত পথে ধাবিত। এদেশের ৮৫ হাজার গ্রাম আমাদের প্রাণের অস্তিত্ব হলেও গ্রাম সমাজ আজ উন্নত শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ নানা সুবিধা থেকে বঞ্চিত। যার কারণে দেশের বর্তমান জনসংখ্যার ২৪ ভাগ লোক শহরে বাস করছে। ফলে ভারসাম্যহীন এ নগরীর পরিবেশে নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত ১২ থেকে ১৫ লাখ লোক। এমনিভাবে হাজারও সমস্যার কবলে আমাদের নগর জীবন।

ম. শওকত আলী
জিগাতলা, ঢাকা

আল্লাহ্‌র মাল নিয়েছে পুলিশ

পৃথিবীতে যতগুলো সত্যি আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় সত্যি হলো মানুষের মৃত্যু। তাই বলে কি আমরা সেই সত্যটাকে সত্যিতে রূপ দেবার জন্য কোমরে গামছা বেঁধে শীতলক্ষ্যা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করবার জন্য সদা প্রস্তুত? মোটেই না। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, চলুন একটু ঘুরে আসি কাপাসিয়া থানা হয়ে তরগাঁও গ্রাম থেকে। শুনুন পুত্রহারা এক মায়ের আর্তনাদ– 'ওরা আমার আঁচলের তল থেকে তাজা ছেলে ধইরা নিলো, মরা ছেলে ফিরিয়ে দিলো।' মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ওরা কারা? ওরা আপনার কাপাসিয়া থানার পুলিশ, জামাল ফকিরের হত্যাকারী। এরপরও কি আপনি সেই পুত্রহারা মাকে বলবেন–'কাঁদিস না বুবু চুপ! আল্লাহর মাল আল্লাহ নিয়েছে'? আল্লাহর মাল নিয়েছে কাপাসিয়া থানার ওসি গাজী মঈন উদ্দীন। সাপ্তাহিক ২০০০-এ ৩ মে গোলাম মোর্তোজার প্রতিবেদনই সেটা প্রমাণ করে।

জিয়াউল আফগান/অনু, Atco-Po-Box-1298, Jeddah-21431-K.S.A

ফোরাম ২০০০-এ চিঠি ১২৫ শব্দের উপর না হওয়াই ভালো। এক পাতায় পরিষ্কার হাতের লেখা ও পুরো নাম-ঠিকানা দেবেন। ঠিকানা না ছাপতে চাইলে পুরো ঠিকানা অন্যত্র লিখবেন। চিঠি পাঠাবার ঠিকানাঃ
ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

সেবা সংকট

বিরাট দরিদ্র জনগোষ্ঠী এদেশে স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত। প্রতিটি নাগরিকেরই মৌলিক অধিকার আছে স্বাস্থ্যসেবা পাবার। আর তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব এদেশের সরকারের। অথচ প্রতিটি শহর ও গ্রামাঞ্চলের হাসপাতালগুলোর আউটডোরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুমূর্ষু রোগী নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেও ডাক্তার পাওয়া যায় না। যদিওবা দেখা পাওয়া যায় রোগী না দেখেই বিভিন্ন পরীক্ষা লিখে নানা রকমের ল্যাবের কার্ড হাতে ধরিয়ে ক্লিনিকে দেখা করার জন্য বলে দেন। দেশের একমাত্র বার্ন বিভাগটি ঢাকা মেডিকেলে অবস্থিত। পয়সা খরচ না করলে কেউ পোড়া রোগীকে দেখতে আসে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফেলে রেখে দেয়। এছাড়া কিডনি বিভাগও একমাত্র বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অবস্থিত। যা প্রয়োজনীয় রোগীর তুলনায় অপ্রতুল।

দিলরুবা নাসির
দক্ষিণ চর্থা, কুমিল্লা